দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ... 09 APR 2016 ...
পৃষ্ঠা ...৮... কলাম ...৩...

মুন্সীগঞ্জ ল' কলেজের সোয়া কোটি টাকা আত্মসাত!

স্টাফ রিপোর্টার, মুন্সীগঞ্জ ॥ মুন্সীগঞ্জ ল' কলেজের অডিট কমিটি তহবিলের সোয়া কোটি টাকা আত্মসাতের তথ্য উদ্ঘাটন করেছে। তবে এ সোয়া কোটি টাকা আত্মসাতের ঘটনাটি সংশ্লিষ্ট প্রভাবশালী মহল ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। অডিট কমিটির প্রতিবেদন মিথ্যা প্রমাণ করে পাল্টা অভ্যন্তরীণ অডিট কমিটি গঠন করা হয়েছে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, মুন্সীগঞ্জ ল' কলেজ পরিচালনা কমিটির নির্দেশে কলেজের হিসাব নিরীক্ষার জন্য শিক্ষক প্রতিনিধি রাধাকৃষ্ণ শীল ও শিক্ষক দেলোয়ার হোসেনের সমন্বয়ে দুই সদস্য বিশিষ্ট অডিট কমিটি গঠন করা হয়। অডিট কমিটি এক প্রতিবেদন কলেজ পরিচালনা কমিটির কাছে দাখিল করে।

প্রতিবেদনে প্রকাশ করা হয়- ২০১০ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত কলেজে এলএল.বি প্রথম পর্বে ৪১৪ পরীক্ষার্থীর কাছ থেকে ফরম ফিলাপসহ ১৭ হাজার ৩শ' টাকা হারে ৭১ লাখ ৬২ হাজারে ২শ' টাকা এবং দ্বিতীয় পর্বে ২৩৮ পরীক্ষার্থীর কাছ থেকে একইভাবে ৪১ লাখ ১৭ হাজার ৪শ' টাকা এবং ২০১৫ বর্ষে প্রথম পর্বে ৭৪ জন ও দ্বিতীয় পর্বে ৮৭ জন ছাত্রছাত্রী ভর্তি বাবদ যথাক্রমে ৫ লাখ ৫৬ হাজার টাকা ও ৫ লাখ ৬০ হাজার টাকা সর্বমোট ১ কোটি ২৩ লাখ ৯৫ হাজার ৬শ' টাকা আদায় করা হয়। কিন্তু তার পুরোটাই লোপাট করা হয়েছে। এমন কি, ছাত্রছাত্রীদের নিকট সরবরাহকৃত আদায় রসিদের সঙ্গে সংরক্ষিত রসিদের মুড়ি ও আদায়কৃত টাকার পরিমাণের কোন মিল নেই। একই সঙ্গে একই নম্বরে একাধিক রসিদ বই ছাপিয়ে ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে বেশি বেশি টাকা আদায় করে। অডিটকালে কম টাকা আদায় দেখানো রসিদ উপস্থাপন করা হয়। আদায়কৃত টাকার সকল তথ্য বিনষ্ট করা হয়েছে বলেও অডিট কমিটি নিশ্চিত হয়েছে। এ অডিট প্রতিবেদন পর্যালোচনার জন্য গত ৮ মার্চ কলেজ পরিচালনা কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কেরানী মজিবুর রহমানের সহযোগিতায় আত্মসাতকৃত এ বিপুল পরিমাণ টাকা গায়েব হওয়ার বিষয়ে কৈফিয়ত তলব করা হলে কলেজ অধ্যক্ষ নুরুল ইসলাম সময়ের প্রয়োজন বলে জানান। পরে পরিচালনা কমিটি কর্তৃক চলতি মাসের মধ্যে হিসাব বুঝিয়ে দিতে অধ্যক্ষকে নির্দেশ দেয়া হয়। কিন্তু কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরিয়ে পড়ার আশঙ্কায় প্রভাবশালী মহলের তদ্বিরে তা ধামাচাপা দেয়ার জোর চেষ্টা চলছে।